The Universality of Rights

Three Generations of Rights

1) তিনটি প্রজন্মের অধিকার বলতে কী বোঝ?

⇒ ভূমিকা :- অধিকার সম্পর্কিত ধারণাটি বহু প্রাচীনকাল থেকে এলেও একদিনে এই অধিকার যেন কখনো মানুষের সামনে হয়ে ওঠেনি। ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অধিকার তার রূপ পরিগ্রহ করেছে তিনটি প্রজন্মের মধ্য দিয়ে অধিকার তার সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

তিনটি প্রজন্মের অধিকার :-

প্রথম প্রজন্ম :- প্রথম প্রজন্মের মধ্যে যেগুলি ছিল সেগুলি হল পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার। প্রথম প্রজন্মে আমরা যে অধিকারগুলি পাই সেগুলি হল —

(i) অধিকার সম্পর্কিত প্রথম ধারণা।

(ii) পৌর অধিকার :- যার মধ্যে রয়েছে জীবনের অধিকার, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার, চিন্তা, আন্দোলন করার অধিকার, ধর্ম সম্পর্কিত অধিকার, [illegible] অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি।

(iii) রাজনৈতিক অধিকার :- যার মধ্যে রয়েছে ভোটদানের অধিকার, শাসনতন্ত্রে জনগণের অংশগ্রহণ, নিযুক্তির অধিকার, সরকারি সমালোচনা করার অধিকার প্রভৃতি।

(iv) প্রথম প্রজন্মের মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতার মূল্য নির্ধারণের অধিকার।

(v) প্রথম প্রজন্মে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নেতিবাচক অধিকারের ধারণা রয়েছে।

(vi) এই প্রথম প্রজন্মের অধিকারের ধারণার প্রবক্তা হলেন উদারনীতিবাদী লক, রুশো, মিলস।

সুবিধা :- প্রথম প্রজন্মের অধিকার থেকে আমরা

যে সুবিধাগুলি পাই তা হল —:

① ব্যক্তির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা,
② রাষ্ট্র ক্ষমতার ওপর সীমাবদ্ধতা,
③ প্রত্যেকটি ব্যক্তি সমানভাবে মর্যাদা পেয়েছে,
④ নাগরিক সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে,

দ্বিতীয় প্রজন্ম :- দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলি হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার,

এই প্রজন্মের অধিকারের ধারণাটি প্রথম লক্ষ্য করা যায় উনিশ থেকে কুড়ির শতকে, দ্বিতীয় প্রজন্মে আমরা যে অধিকারগুলি পাই সেগুলি হল —

① সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার :- যার মধ্যে রয়েছে কর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সুস্থ ভাবে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার,
② দ্বিতীয় প্রজন্মে রয়েছে সমতার মূল্য নির্ধারণের অধিকার,
③ এই প্রজন্মে সামাজিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ করা যায়, মার্কসের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল,
④ ইতিবাচক অধিকারকে রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে লক্ষ্যনীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছিল,
⑤ দ্বিতীয় প্রজন্মে অধিকারের প্রবক্তাগণ হলেন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন,

সুবিধা :- দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার থেকে আমরা যে সুবিধাগুলি পাই সেগুলি হল —

① ইতিবাচক অধিকার,
② সামাজিক ন্যায়বিচার,
③ অধিকারের ওপর সুযোগ সুবিধার প্রসার,

a. Natural Rights

১) অধিকার কাকে বলে?

⇒ অধিকার হল সমাজজীবনের সেইসব অবস্থা যেগুলি ছাড়া মানুষ সাধারণভাবে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ অর্জন করতে পারে না, আবার রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ছাড়া অধিকার পূর্ণ হতে পারে না, সুতরাং অধিকার ~~ছাড়া~~ হল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত দাবি।

২) বার্কারের মতে, অধিকারের সংজ্ঞা দাও।

⇒ বার্কারের মতে, অধিকার হল - মানুষের ব্যক্তিগত বিকাশের উপযোগী, সেইসব সুযোগ সুবিধা, যেগুলি রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।

৩) ল্যাস্কির মতে, অধিকারের সংজ্ঞা দাও।

⇒ ল্যাস্কির মতে, অধিকার হল 'সমাজ জীবনের সেই সব অবস্থা যেগুলি ছাড়া মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে না'।

৪) প্রাকৃতিক আইন কী?

⇒ মানুষ যখন অতীতে প্রাক-রাষ্ট্রীয় অবস্থায় বসবাস করত, তখন তাদের যথেচ্ছভাবে জীবনযাপনের উপর যে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ছিল তাকেই প্রাকৃতিক আইন বলা হয়। তখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। প্রাকৃতির আইন প্রকৃতির ইচ্ছা অনুযায়ী এবং সর্বজনীন। এই আইন কোনো মানুষের দ্বারা রচিত নয়।

৫) প্রাকৃতিক অধিকার কী?

⇒ মানুষ জন্ম থেকে কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় অধিকার ভোগ করে এগুলি তার প্রাকৃতিক অধিকার; যেমন জীবনের অধিকার, ~~স্বাধিকার~~ স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার। প্রকৃতি এই অধিকারগুলির রচয়িতা, তাই এগুলি সার্বজনীন যুক্তিসম্মত ও স্বাভাবিক বা চিরন্তন।

6. Moral and Rights

1) অধিকারের শ্রেণীবিভাগ কর।

⇒ অধিকারকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা — (i) নৈতিক অধিকার
(ii) আইনগত অধিকার।

নৈতিক অধিকার সাধারণত সমাজের প্রতি বিশ্বাস ও ন্যায় নীতি বোধের উপর গড়ে উঠে।

আইনগত অধিকার হল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার।

2) অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

⇒ (i) অধিকার একটি আইনগত ধারণা। রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।

(ii) অধিকার একটি সামাজিক ধারণা, সমাজের বাইরে কোনো অধিকার থাকে না, সমাজের মধ্যেই অধিকারের সৃষ্টি হয় এবং অধিকার ভোগ সম্ভব হয়।

(iii) অধিকার সকলের জন্য, ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(iv) অধিকারের সঙ্গে সামাজিক কল্যাণের ধারণা যুক্ত। তাই অধিকার কখনোই সমাজবিরোধী হতে পারে না।

(v) অধিকারের দ্বারাই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

3) নৈতিক অধিকার কাকে বলে?

⇒ সামাজিক ন্যায় নীতি বোধের উপর ভিত্তি করে যেসব অধিকার গড়ে উঠেছে সেগুলিকে নৈতিক অধিকার বলে। এইসব অধিকার ভঙ্গের অপরাধে রাষ্ট্র কোনোরূপ শাস্তি বিধান করতে পারে না। নৈতিক অধিকার ভঙ্গকারী কেবলমাত্র নিজ বিবেকের দংশন অনুভব করে এবং সামাজিক নিন্দা সহ্য করতে হয়।

4) আইনগত অধিকার কাকে বলে?

⇒ যেসব অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত তাদের আইনগত অধিকার বলে। এই অধিকার ভঙ্গ করার অর্থ রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করা এবং আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি পেতে হয়।

নৈতিক অধিকার এবং আইনগত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

⇒ ① নৈতিক অধিকার রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত নয়। ফলে এই অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোনো শাস্তি দিতে পারে না এবং এটি সামাজিক ন্যায়নীতি বোধের উপর গড়ে উঠে।

অপরদিকে আইনগত অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। এই অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে এবং দৈহিক শাস্তিও দিতে পারে।

৬। অধিকার সম্পর্কিত প্রাচীনতম তত্ত্বের নাম কী? এর মূল বক্তব্য কী?

⇒ অধিকার সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম তত্ত্বটি হল স্বাভাবিক অধিকার বা প্রাকৃতিক অধিকার। এর মূল বক্তব্য হল ব্যক্তি মানুষের জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, সহজাত, চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য অধিকারগুলি প্রাকৃতিক অধিকার।

৭। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে অধিকার কাকে বলে?

⇒ মার্ক্সীয় দৃষ্টি অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধিকারের ধারণা শ্রেণীনিরপেক্ষ নয়। তাই এরূপ সমাজে উৎপাদনের মালিক মালিক শ্রেণী প্রকৃত অধিকার ভোগ করতে পারে।

৪। আইনগত অধিকার কতপ্রকার ও কী কী?

⇒ আইনগত অধিকারগুলি ৪ প্রকার। যথা—

(ক) পৌর অধিকার
(খ) রাজনৈতিক অধিকার
(গ) অর্থনৈতিক অধিকার
(ঘ) সামাজিক অধিকার।

৭। অধিকার সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদগুলি বা তত্ত্বগুলি কী কী?

⇒ (i) স্বাভাবিক তত্ত্ব
(ii) আইনগত তত্ত্ব
(iii) ঐতিহাসিক তত্ত্ব
(iv) আদর্শবাদি তত্ত্ব
(v) মার্কসবাদি তত্ত্ব।